VOLUME 02 | ISSUE 02 | APRIL-JUNE 2026

Southeast Bank FinSight

SoutheastBankBD www.southeastbank.com.bd

তিন দশক পেরিয়ে **বিশ্বাস, আস্থা ও অগ্রগতির** এক অনন্য অভিযাত্রা।
৩১ বছরে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাদের **আস্থায় আলোকিত।**

এই দীর্ঘ যাত্রায় পাশে থাকার জন্য সম্মানিত গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী ও সকল অংশীজনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

০৩ সাউথইস্ট ব্যাংকে গ্রাহক সেবা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ব্যাংকের নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

০৪ সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. -এর ঢাকা অঞ্চলের ত্রৈমাসিক **'বিজনেস রিভিউ মিটিং'** অনুষ্ঠিত

০৯ G Pay সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর ভিসা কার্ড ব্যবহারকারীদের জন্য **'গুগল পে'** সেবা চালু

SOUTHEAST BANK PRESENTS

Country's First *Student* Credit Card

Eligible after completing the first year of undergraduate study.
Designed for 18 to 30 year old university students.
Seamless local and online payments facilities.
Up to 45 days interest-free period.

ANYTIME FOR ASSISTANCE 16206 +88 09 6123 16206

SoutheastBankBD
www.southeastbank.com.bd

VISA

Southeast Bank PLC.™
a bank with vision

T&C Apply

To download "**FinSight**"
please scan here.

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠকবৃন্দ,

সাউথইস্ট ব্যাংকের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা "ফিনসাইট" এর ৪র্থ সংখ্যায় আপনাদের স্বাগত জানাই।

এই প্রকাশনার মাধ্যমে ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রম, অর্জন, নীতি, সেবা, উন্নয়ন এবং আর্থিক খাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। পাঠকদের অনুরোধ ও আগ্রহের প্রেক্ষিতে বর্তমান সংখ্যাটিও বাংলায় প্রকাশ করা হয়েছে, যেন আমাদের অধিকাংশ পাঠক সহজে বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পারেন। একই সঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইংরেজিতেও উপস্থাপন করা হয়েছে, এতে করে প্রাসঙ্গিক টার্ম, পেশাগত ধারণা এবং আন্তর্জাতিক মানের বিষয়গুলো আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

আমাদের সম্মানিত গ্রাহকরাই হলেন আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্র। আমরা প্রতিটি সংখ্যায় ব্যাংক সম্পর্কে তাদের মূল্যবান মতামত ও অনুভূতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই সংখ্যায় আমরা গর্বের সাথে জানাতে চাই, ১৯৯৫ সালের ২৫ মে যাত্রা শুরু করে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.। ২০২৬ সালের ২৫ মে ব্যাংকটি পা রাখল তার ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে। তিনদশকেরও বেশি সময় ধরে আস্থা, উদ্ভাবন ও মানসম্পন্ন সেবার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সাউথইস্ট ব্যাংক, তারই নতুন অধ্যায় এই ৩১ বছর পূর্তি।

৩১ বছর পূর্তির এই শুভ মুহূর্তে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. তার সকল গ্রাহক, বিনিয়োগকারী, অংশীদার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। সামনের দিনগুলোতে ব্যাংকটি আরও বেশি উদ্ভাবনী, গ্রাহকবান্ধব ও প্রযুক্তিনির্ভর সেবা দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এটাই হোক সাউথইস্ট ব্যাংকের ৩১ বছর পূর্তির অঙ্গীকার।

ব্যাংকের ৩১ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে দেশের স্বনামধন্য পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত ব্যাংকের মাননীয় চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাক্ষাৎকারগুলোর সচিত্র তথ্যচিত্রসহ আপনাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে এই সংখ্যায়।

ভবিষ্যতেও আপনাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ আমাদের এই প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে।

আপনাদের অব্যাহত সহযোগিতা, সমর্থন ও মুল্যবান মতামতের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। **-সায়মা বানু**

Email: sayma.banu@southeastbank.com.bd

Southeast Bank
FinSight

Editorial Team

Advisor
Mamunur Rashid, FCS
Senior Executive Vice President

Editor in Chief
Sayma Banu
Director Training

Members
Md. Musfiqur Rahman
Executive Vice President

Khairul Anam Mohiuddin
Executive Vice President

Syed Abu Naser
Senior Vice President

A S M Asraf Uddin Chowdhury
Senior Assistant Vice President

Content Developed by
Tarek Mohammad
Executive Officer

Art and Design
William Kallyan D'Cruze
Senior Executive Officer

Mohammad Bablu Hasan
Senior Officer

Published By
Corporate Affairs and CSR Division
Published in July 2026

Copyright © Southeast Bank PLC. 2025,
All Rights Reserved

Southeast Bank PLC.
a bank with vision

The Southeast Bank PLC. reserves all rights. No part of this publication may be translated, reprinted, or reproduced or utilized in any form either in whole or in part or by any electrical, mechanical, or other means, including photocopying and recording, or in any information storage and retrieval system, without permission in written form.

Volume 02 | Issue 02
April-June 2026

Southeast Bank
FinSight

contents

০৫
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর

০৬
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর **'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬'** উদযাপন

০৮
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে একটি এক্সক্লুসিভ **ভিসা ব্র্যান্ডেড স্টুডেন্ট কার্ড চালু** করেছে

১০
সাউথইস্ট ব্যাংক এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) যৌথভাবে একটি এক্সক্লুসিভ ভিসা ব্র্যান্ডেড স্টুডেন্ট কার্ড চালু করেছে

১১
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. ও নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহীর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

১২
কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে সাউথইস্ট ব্যাংক ভিসা ব্র্যান্ডেড স্টুডেন্ট কার্ড ক্যাম্পেইন

১৩
ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির বাতিঘর
এম এ কাশেম

১৫
"নিরাপদ ব্যাংকিং ও গ্রাহকসেবায় মানুষের প্রথম পছন্দ হবে সাউথইস্ট ব্যাংক"

১৭
"Southeast Bank eyes world-class banking through digital shift"
Says its MD and CEO
Md. Khalid Mahmood Khan

২৫
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর **গুলশান শাখা** নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত

২৬
সাউথইস্ট ব্যাংকের **মতিঝিল শাখা** (ইসলামিক ব্যাংকিং) এখন নতুন ঠিকানায়

২৮
সাউথইস্ট ব্যাংকে নবনিযুক্ত শাখা প্রধানদের উষ্ণ স্বাগতম

২৯
সাউথইস্ট ব্যাংক গ্রিন স্কুল-এ উৎসব মুখর পরিবেশে পহেলা বৈশাখ উদ্যাপন

২৭
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর **কাওরান বাজার শাখা** এখন নতুন ঠিকানায়

২১

"Southeast Bank's Support in Realizing the Growth Vision of Sparrow Group"
Shovon Islam
Managing Director
Sparrow Group

২৩

"আমার আস্থা, অংশীদারিত্ব ও প্রবৃদ্ধির গল্পের সাথে জড়িত সাউথইস্ট ব্যাংক"
গাজী ওয়াহিদুজ্জামান জাকির
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
Supreme Group

২৪

"আমার উদ্যোক্তা হয়ে উঠার অনুপ্রেরণা; সাউথইস্ট ব্যাংক"
শওকত আলী
চেয়ারম্যান
মেসার্স এম এম ফ্লাওয়ার মিলস্

৩০
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. কর্তৃক আয়োজিত **'ব্যামেলকো সম্মেলন-২০২৬'**

৩১
সাউথইস্ট ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট- এ 'Expected Credit Loss (ECL) Based Loan Classification and Provisioning' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

সাউথইস্ট ব্যাংকে গ্রাহক সেবা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ব্যাংকের নারী উদ্যোক্তাদের

ক্ষমতায়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সাউথইস্ট ব্যাংক পি এল সি. এর ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে "সাউথইস্ট ব্যাংকে গ্রাহক সেবা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ব্যাংকের নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন" শীর্ষক এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় সাউথইস্ট ব্যাংক পি এল সি. এর চেয়ারম্যান এম. এ. কাশেম তাঁর মূল্যবান দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন যেখানে তিনি সর্বাধিক সংখ্যক নারীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার জন্য আরও বেশি নারী-কেন্দ্রিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও জোরদারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যেন তারা সমাজের স্বাবলম্বী সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

কর্মশালায় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ– নাসির উদ্দিন আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার বদরুল হাসান, নূর নাহার তারিন ও এশিয়া ইন্সুরেন্স পিএলসি-র মনোনীত প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম এবং সম্মানিত উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার সুলতানা কাশেম–ব্যাংকের গ্রাহক সেবা শক্তিশালীকরণের জন্য তাদের মূল্যবান মতামত ও কৌশলগত পরামর্শ প্রদান করেন।

অতঃপর সাউথইস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খালিদ মাহমুদ খান ব্যাংকের নারী উদ্যোক্তা ক্ষমতায়ন নীতি সম্পর্কে তার প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ রিস্ক অফিসার মো. মাহবুব আলম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রাশেদুল আমিন এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সেকান্দার ই আজম- অংশগ্রহন করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রধান সায়মা বানু সম্মানিত পরিচালনা পর্ষদকে উষ্ণ স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি-র অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অপারেটিং অফিসার আবিদুর রহমান চৌধুরী আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্ত হয়।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. উন্নত গ্রাহক সেবা ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ উদ্যোগের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্ষমতায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই কর্মশালায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন শাখার মোট ৭০ (সত্তর) জন নির্বাহী ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর একজন সম্মানিত গ্রাহক হিসেবে **মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম, এমপি-কে** তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

তাঁর নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা ও দেশসেবার অঙ্গীকার বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা। সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম, এমপি-এর সার্বিক সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে। দেশের কল্যাণে তাঁর সফল কর্মযাত্রা আরও সমৃদ্ধ হোক-এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর ঢাকা অঞ্চলের ত্রৈমাসিক ‘বিজনেস রিভিউ মিটিং’ অনুষ্ঠিত

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. ১১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে, ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে, ঢাকা রিজিওনের ৩৭ জন শাখা ব্যবস্থাপককে নিয়ে ত্রৈমাসিক ‘বিজনেস রিভিউ মিটিং’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত মিটিংয়ে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খালিদ মাহমুদ খান সভাপতিত্ব করেন।

এছাড়াও অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয়, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ, প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানগণ, ঢাকা রিজিওনের ৩৭ জন শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মিটিংয়ে ব্যাংকের ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক ব্যবসায়িক উন্নয়ন, লোন, রিকভারি এবং আরো উন্নত কাস্টমার সার্ভিস দেওয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। পাশাপাশি ২০২৬ সালের জন্য গৃহীত কৌশলগত ব্যবসায়িক নীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা সম্ভাবনাময় প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করেন এবং ব্যাংকের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সর্বোপরি, ভবিষ্যতের লক্ষ্য অর্জনের আশাবাদ এবং দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করে মিটিং সমাপ্ত হয়।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্লাস্টার ফাইন্যান্সিং স্কিম এবং এফএসএফডিসিএমএসএম রিফাইন্যান্সিং স্কিমে অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতের অর্থায়ন সহায়তা আরও জোরদার হবে।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর

উক্ত স্কিমসমূহের আওতায়, সিএমএসএমই গ্রাহকরা স্বল্প সুদে অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন, যা দেশের উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। এ উদ্যোগ ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা সিএমএসএমই খাতের অর্থায়ন সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সহায়ক হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খালিদ মাহমুদ খান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মাসুম উদ্দিন খান এবং এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এসএমই এন্ড এগ্রি ক্রেডিট ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান খানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর
‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬’ উদযাপন

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. পরিবেশ সংরক্ষণ ও গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উদযাপন করেছে। সম্প্রতি ঢাকার দিলকুশায় অবস্থিত ব্যাংকের কর্পোরেট শাখায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খালিদ মাহমুদ খান পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং দায়িত্বশীল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ব্যাংকের চলমান উদ্যোগসমূহের কথা উল্লেখ করেন। ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ রিস্ক অফিসার মো. মাহবুব আলম স্বাগত

বক্তব্য প্রদান করেন এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অপারেটিং অফিসার আবিদুর রহমান চৌধুরী সমাপনী বক্তব্য রাখেন। এ সময় সবুজায়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গ্রাহকদের মাঝে ইনডোর প্ল্যান্ট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, গ্রাহক এবং শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে ঢাকায় সাউথইস্ট ব্যাংক গ্রিন স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "আমাদের পরিবেশ, আমাদের ভবিষ্যৎ" প্রতিপাদ্যর একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া, ০৬ জুন ২০২৬ তারিখে ব্যাংকের সকল বিভাগীয় শাখার উদ্যোগে দেশব্যাপী বৃক্ষচারা বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয়। এ কর্মসূচির আওতায় তাল, নিম, ঔষধি ও বনজ প্রজাতিসহ বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষচারা বিতরণ করা হয়। কর্মসূচিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এসব উদ্যোগের মাধ্যমে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি পরিবেশ সংরক্ষণ, সবুজায়ন এবং একটি টেকসই বাংলাদেশ গঠনে তার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে একটি এক্সক্লুসিভ ভিসা ব্র্যান্ডেড স্টুডেন্ট কার্ড চালু করেছে

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বসুন্ধরা ক্যাম্পাসে একটি এক্সক্লুসিভ ভিসা ব্র্যান্ডেড স্টুডেন্ট ক্রেডিট ও প্রিপেইড কার্ড উদ্বোধন করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর চেয়ারম্যান এম. এ. কাশেম, সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. এর ভাইস-চেয়ারপারসন মিসেস রেহানা রহমান, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নেছার ইউ আহমেদ এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টি এর সদস্য বেনজীর আহমেদ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ক্রেডিট কার্ড এবং শিক্ষার্থীদের জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট ও প্রিপেইড কার্ড চালু করেছে। শিক্ষক ও কর্মকর্তারা তাদের ক্রেডিট কার্ডে আজীবন বার্ষিক ফি মওকুফ সুবিধা পাবেন, পাশাপাশি যোগ্যতার ভিত্তিতে উপযুক্ত ক্রেডিট লিমিট প্রদান করা হবে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা তাদের প্রথম প্রিপেইড কার্ড লেনদেনে ১০০ টাকা ক্যাশব্যাক এবং প্রথম বছরের জন্য এসএমএস চার্জ মওকুফ সুবিধা পাবে।

এই কার্ডগুলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক লেনদেন–যেমন টিউশন ফি প্রদান এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন ফি পরিশোধ–সহজ ও সুবিধাজনক করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সেবাকে আরও সহজলভ্য করে তুলবে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর ভিসা কার্ড ব্যবহারকারীদের জন্য 'গুগল পে' সেবা চালু

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. ভিসা ক্রেডিট, ডেবিট ও প্রিপেইড কার্ড ব্যবহারকারীদের জন্য 'গুগল পে' সেবা চালু করেছে। এর ফলে গ্রাহকরা এখন থেকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করে দেশ-বিদেশে দ্রুত, নিরাপদ ও কনট্যাক্টলেস পেমেন্ট করতে পারবেন।

এই সেবার মাধ্যমে সাউথইস্ট ব্যাংকের ভিসা ক্রেডিট, ডেবিট ও প্রিপেইড কার্ড ব্যবহারকারীরা সহজেই তাদের কার্ড গুগল ওয়ালেটে সংযুক্ত করতে পারবেন এবং বিশ্বব্যাপী মার্চেন্ট পয়েন্টে লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবেন। ফলে ফিজিক্যাল কার্ড বহনের প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে এবং দৈনন্দিন লেনদেনে বাড়বে সহজতা, নমনীয়তা ও নির্বিঘ্ন অভিজ্ঞতা যা পজ মেশিন ও অনলাইন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

'গুগল পে' উন্নত নিরাপত্তা প্রযুক্তি যেমন এনক্রিপশন ও টোকেনাইজেশন ব্যবহার করে, যার মাধ্যমে গ্রাহকের প্রকৃত কার্ড তথ্য মার্চেন্টদের কাছে প্রকাশ পায় না। ফলে প্রতিটি লেনদেন হয় অধিক সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য। এই উদ্যোগ সাউথইস্ট ব্যাংকের ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, গ্রাহকসেবা উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের ক্যাশলেস অর্থনীতির দিকে অগ্রযাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করার প্রতিশ্রুতিরই বহিঃপ্রকাশ।

সেবাটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সাউথইস্ট ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য আকর্ষণীয় বিভিন্ন অফার ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে 'সাইন-আপ রিওয়ার্ড', 'গুগল পে'-তে প্রথম লেনদেনে ১০% ক্যাশব্যাক এবং 'স্পেন্ড অ্যান্ড উইন' ক্যাম্পেইন।

সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গুগল পে' সেবার উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সাউথইস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খালিদ মাহমুদ খান এবং ভিসার কান্ট্রি ম্যানেজার সাব্বির আহমেদ খান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবিদুর রহমান চৌধুরী ও অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মাহবুব আলমসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাউথইস্ট ব্যাংক এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) যৌথভাবে একটি এক্সক্লুসিভ ভিসা ব্র্যান্ডেড স্টুডেন্ট কার্ড চালু করেছে

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)এবং সাউথইস্ট ব্যাংক.-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জন্য আর্থিক ও লাইফস্টাইল সেবাসমূহ আরও সহজ ও আধুনিকভাবে প্রদান করার লক্ষ্যে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগের সূচনা হলো।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ভিসা সিগনেচার, প্ল্যাটিনাম, গোল্ড ক্রেডিট কার্ড এবং শিক্ষার্থীদের জন্য স্টুডেন্ট ভিসা ক্রেডিট ও ভিসা প্রিপেইড কার্ড চালু করেছে। শিক্ষক ও কর্মকর্তারা তাদের ভিসা ক্রেডিট কার্ডে আজীবন বার্ষিক ফি মওকুফ সুবিধা পাবেন, পাশাপাশি যোগ্যতার ভিত্তিতে উপযুক্ত ক্রেডিট লিমিট প্রদান করা হবে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা তাদের প্রথম ভিসা প্রিপেইড কার্ড লেনদেনে ১০০ টাকা ক্যাশব্যাক এবং প্রথম বছরের জন্য এসএমএস চার্জ মওকুফ সুবিধা পাবে।

ভিসা কার্ডগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের লেনদেন সহজতর করার উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিডিটি-তে টিউশন ফি পরিশোধ এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন ফি প্রদানসহ বিভিন্ন আর্থিক সেবা আরও সহজ ও সুবিধাজনকভাবে গ্রহণ করা যাবে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই ক্যাম্পেইনটি সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) মধ্যে একটি শক্তিশালী অংশীদারিত্বের প্রতিফলন, যার লক্ষ্য একাডেমিক কমিউনিটির জন্য নিরাপদ, সহজ এবং ডিজিটাল আর্থিক সেবা সম্প্রসারণ করা।

সাউথইস্ট ব্যাংক এবং **আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)** যৌথভাবে একটি এক্সক্লুসিভ ক্রেডিট, **স্টুডেন্ট কার্ড ও প্রিপেইড** কার্ড চালু করেছে

সম্প্রতি সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) যৌথভাবে একটি এক্সক্লুসিভ ক্রেডিট, স্টুডেন্ট কার্ড ও প্রিপেইড কার্ড ক্যাম্পেইন চালু করেছে। এই উপলক্ষে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, সাউথইস্ট ব্যাংক, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) এর শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ক্রেডিট কার্ড এবং শিক্ষার্থীদের জন্য স্টুডেন্ট কার্ড ও প্রিপেইড কার্ড চালু করেছে। শিক্ষক ও কর্মকর্তা বৃন্দ তাঁদের যোগ্যতার ভিত্তিতে উপযুক্ত ক্রেডিট লিমিটসহ আজীবন বার্ষিক ফি ছাড় সুবিধা পাবেন।

অন্যদিকে, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)এর শিক্ষার্থীরা প্রথম বছরে বার্ষিক ফি ছাড়ের পাশাপাশি, প্রথম লেনদেনে ১০০ টাকা ক্যাশব্যাক সুবিধা পাবেন। এসব প্রিপেইড কার্ড দেশি ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য উপযোগী, যার মাধ্যমে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন ফি প্রদানসহ বিভিন্ন অনলাইন লেনদেন সহজে করা যাবে। এতে শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং আরও সহজ হবে। এই ক্যাম্পেইনটি সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি- বাংলাদেশের মধ্যে একটি শক্তিশালী অংশীদারিত্বের প্রতিফলন, যা একাডেমিক সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ, আধুনিক ও সুবিধাজনক ডিজিটাল আর্থিক সেবা প্রসারে অবদান রাখবে।

কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে সাউথইস্ট ব্যাংক ভিসা ব্র্যান্ডেড স্টুডেন্ট কার্ড ক্যাম্পেইন

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ডিজিটাল আর্থিক সেবার পরিধি বাড়াতে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে ভিসা ব্র্যান্ডেড স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ও প্রিপেইড কার্ড সেলস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেছে। রাজধানীর মেরুল বাড্ডা ক্যাম্পাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এইচ এম জাহিরুল হক সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মাহবুব আলম।

ক্যাম্পেইনের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা ক্রেডিট কার্ডে আজীবন বার্ষিক ফি মওকুফ সুবিধা পাবেন। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা ক্রেডিট ও প্রিপেইড কার্ডে প্রথম বছরের বার্ষিক ফি মওকুফের পাশাপাশি প্রথম লেনদেনে ১০০ টাকা ক্যাশব্যাক এবং প্রথম বছরের জন্য এসএমএস চার্জ মওকুফ সুবিধা পাবেন। এই কার্ডগুলোর মাধ্যমে দেশি ও আন্তর্জাতিক লেনদেন, টিউশন ফি পরিশোধ এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন ফি প্রদানসহ বিভিন্ন অনলাইন লেনদেন সহজে সম্পন্ন করা যাবে। ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সেবা আরও সহজলভ্য ও সুবিধাজনক হবে। কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে এই অন-ক্যাম্পাস ক্যাম্পেইন ৫ এপ্রিল থেকে ৯ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এ. এস. এম. জি. ফারুক, রেজিস্ট্রার (ইনচার্জ); ড. মো. মনিরুজ্জামান খান, পরিচালক (এমবিএ ও ইএমবিএ); এবং কাজী সাব্বির হোসেন, ডেপুটি ডিরেক্টর (এইচআর অ্যান্ড অপারেশনস)। সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মো. আব্দুছ সবুর খান, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব কার্ডস; মো. জহিরুল হক, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব গুলশান শাখা; এবং কাজী সাইফুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট (কার্ড ডিভিশন)।

এই ক্যাম্পেইন সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি ও কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটি শক্তিশালী অংশীদারিত্বের প্রতিফলন, যা একাডেমিক সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ, সহজ ও আধুনিক ডিজিটাল আর্থিক সেবা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

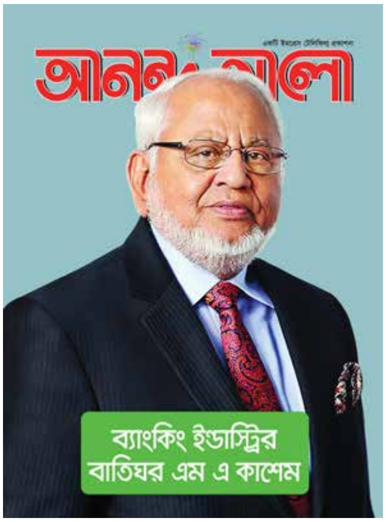

ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির বাতিঘর এম. এ. কাশেম

বাংলাদেশের বেসরকারি ব্যাংকিং খাতে উদ্যোক্তা-নির্ভর নেতৃত্বের যে ধারা নব্বইয়ের দশকে তৈরি হয়েছিল, তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম এম. এ. কাশেম। দীর্ঘ ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা, শিল্পোদ্যোগ, শিক্ষা খাতে পৃষ্ঠপোষকতা এবং বাণিজ্য সংগঠনের নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে তিনি এমন এক ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন, যিনি একই সঙ্গে করপোরেট, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন এই তিনটি ক্ষেত্রেই প্রভাব রেখেছেন। সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে তার পুনর্নির্বাচন তাই কেবল একটি ব্যাংকের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি দেশের ব্যাংকিং খাতের একটি প্রতীকী বার্তাও বহন করে।

সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও উদ্যোক্তা পরিচালক হিসেবে এম. এ. কাশেমের ভূমিকা দীর্ঘদিনের। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের বেসরকারি ব্যাংকিং খাত যখন সম্প্রসারণের পথে, তখন যে কয়েকজন উদ্যোক্তা শিল্প ও বাণিজ্যের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, এম. এ. কাশেম ছিলেন তাদের অন্যতম। ব্যাংকটিকে একটি করপোরেট-ভিত্তিক, রপ্তানিমুখী ও উদ্যোক্তাবান্ধব আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়ার পেছনে তার দর্শনের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। বিশেষ করে তৈরী পোশাক, আমদানি-রপ্তানী এবং এসএমই খাতে ব্যাংকের সক্রিয় উপস্থিতি সেই ধারাবাহিকতার অংশ।

তার ব্যবসায়ী পরিচয়ের কেন্দ্রে রয়েছে রপ্তানিমুখী শিল্পোন্নয়ন। আশির দশকে রপ্তানিতে অবদানের জন্য তিনি টানা দুই বছর 'প্রেসিডেন্ট এক্সপোর্ট ট্রফি' অর্জন করেন। এই অর্জন কেবল ব্যক্তিগত সম্মান নয়; বরং সেই সময়ের বাংলাদেশে উদীয়মান রপ্তানি অর্থনীতির একটি প্রতিফলন। দেশের অর্থনীতি যখন কৃষিনির্ভরতা থেকে শিল্প ও রপ্তানিমুখী কাঠামোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন এম. এ. কাশেমের মতো উদ্যোক্তারা আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি হিসেবে তার সময়টিও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সমাজের সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্মটির নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বেসরকারি খাতের নীতিগত দাবি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ এবং রপ্তানি সম্প্রসারণের পক্ষে কাজ করেন। বিশেষ করে বৈশ্বিক বাণিজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযোগ বাড়াতে বিদেশি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা তাকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেছে। ফার ইস্টার্ন দেশগুলোতে এফবিসিসিআই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব, ইউএনডিপি স্পন্সরকৃত সরকারি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব কিংবা ইইসি দেশগুলোতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ-এসব অভিজ্ঞতা তাকে কেবল স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা নয়, বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কূটনীতিরও অংশ করে তোলে।

তবে এম. এ. কাশেমের পরিচয় কেবল ব্যবসা বা ব্যাংকিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের বেসরকারি উচ্চশিক্ষা খাতের বিকাশেও তার অবদান বিশেষভাবে আলোচিত। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং একাধিকবার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তিনি এমন এক সময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখেন, যখন দেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদা দ্রুত বাড়ছিল। নব্বইয়ের দশক ও দুই হাজারের দশকে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিস্তার ঘটে, তার পেছনে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির মতো প্রতিষ্ঠানের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। এম. এ. কাশেম সেই রূপান্তরের অন্যতম উদ্যোক্তা।

একই সঙ্গে তিনি অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ (এপিইউবি)-এর চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে শিক্ষা নীতি, বেসরকারি উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিকীকরণের প্রশ্নেও তার অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী

সমাজে এমন উদ্যোক্তা তুলনামূলক কম, যাদের কার্যক্রম একই সঙ্গে শিল্প, ব্যাংকিং ও শিক্ষাক্ষেত্রে সমানভাবে বিস্তৃত।

সামাজিক উদ্যোগেও তার সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। নিজ এলাকায় এম. এ. কাশেম ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং 'তারেক মেমোরিয়াল হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠা তার সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের অনেক শিল্পোদ্যোক্তা যেখানে করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাকে কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, সেখানে এম. এ. কাশেমের উদ্যোগগুলো দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

তবে তার চেয়ারম্যান হিসেবে প্রত্যাবর্তনের গুরুত্ব বোঝার জন্য বর্তমান ব্যাংকিং বাস্তবতাও বিবেচনায় নিতে হবে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এখন বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের মুখে। খেলাপি ঋণ, তারল্য সংকট, করপোরেট গভর্ন্যান্সের দুর্বলতা, আমানতকারীদের আস্থার সংকট এবং আন্তর্জাতিক

আর্থিক মানদন্ড পূরণের চাপ সব মিলিয়ে ব্যাংক পরিচালনা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। এই বাস্তবতায় উদ্যোক্তা-নেতৃত্বাধীন ব্যাংকগুলোর জন্য অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বড় সম্পদ হয়ে উঠেছে।

এম. এ. কাশেমের দীর্ঘ ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা এবং করপোরেট নেটওয়ার্ক সাউথইস্ট ব্যাংকের জন্য ইতিবাচক দিক হতে পারে। বিশেষ করে ব্যাংকের করপোরেট গভর্ন্যান্স শক্তিশালী করা, শিল্প খাতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও বিস্তৃত করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়নে নতুন গতি আনার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের ডিজিটাল ব্যাংকিং, ফিনটেক প্রতিযোগিতা এবং গ্রাহকসেবার পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে তাল মেলানোও ব্যাংকের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে এখন শুধু মূলধন বা আমানতের প্রতিযোগিতা নয়; বরং আস্থা, সুশাসন ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার প্রতিযোগিতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় এম. এ. কাশেমের নেতৃত্ব কতটা কার্যকর হয়, সেটি নির্ভর করবে তিনি ঐতিহ্যগত উদ্যোক্তা অভিজ্ঞতার সঙ্গে আধুনিক ব্যাংকিং সংস্কারকে কতটা সমন্বয় করতে পারেন তার উপর।

এম. এ. কাশেমের পুনর্নির্বাচন একটি প্রজন্মের ব্যবসায়ী নেতৃত্বের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক। বাংলাদেশের শিল্পায়ন, রপ্তানি, ব্যাংকিং ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষার যে দীর্ঘ যাত্রা গত চার দশকে গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে তার নাম গভীরভাবে জড়িত। এখন দেখার বিষয়, অতীতের সেই অভিজ্ঞতা বর্তমানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় যেভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি, ডলারের চাপ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট এবং আমদানি ব্যয়ের অস্থিরতা বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর উপর প্রভাব ফেলছে, তাতে যে ব্যাংকগুলো শিল্প ও রপ্তানি খাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তাদের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক লেনদেন সক্ষমতা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এম. এ. কাশেমের দীর্ঘ রপ্তানি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অভিজ্ঞতা এই জায়গায় সাউথইস্ট ব্যাংকের জন্য একটি কৌশলগত সুবিধা তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শুল্ক সুবিধা কমে আসবে, প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং ব্যাংকগুলোকেও আরও উন্নত আর্থিক সেবা দিতে হবে। ট্রেড ফাইন্যান্স, বৈদেশিক বিনিয়োগ সহায়তা, রপ্তানি অর্থায়ন এবং করপোরেট ব্যাংকিংয়ে দক্ষতা বাড়ানো ছাড়া সামনে টিকে থাকা কঠিন হবে। এম. এ. কাশেমের মতো একজন শিল্পোদ্যোক্তার নেতৃত্ব ব্যাংকটিকে বাস্তব অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করতে পারে।

একই সঙ্গে তার নেতৃত্বে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও করপোরেট সংস্কৃতিতেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে শিক্ষা খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা তাকে দক্ষ জনশক্তি তৈরির গুরুত্ব সম্পর্কে আলাদা অবস্থান দিয়েছে। আধুনিক ব্যাংকিং এখন শুধু অর্থ ব্যবস্থাপনা নয়; বরং তথ্যপ্রযুক্তি, ডেটা অ্যানালিটিক্স, সাইবার নিরাপত্তা এবং গ্রাহক আচরণ বিশেষণের উপরও নির্ভরশীল। ফলে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির বিষয়টি আগামী দিনের ব্যাংক পরিচালনায় বড় নিয়ামক হয়ে উঠবে ।

এম. এ. কাশেমের ব্যক্তিগত অর্জন, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং দীর্ঘ সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে সাউথইস্ট ব্যাংকের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করে। তবে একই সঙ্গে বাস্তবতা হলো, বর্তমান ব্যাংকিং খাতে নেতৃত্বের সফলতা কেবল ব্যক্তিগত সুনামের উপর নির্ভর করে না; বরং সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতার উপরও নির্ভরশীল। সেই পরীক্ষাতেই এখন নতুন করে মুখোমুখি হচ্ছেন এম. এ. কাশেম।

চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিভিন্ন সময়ে এম. এ. কাশেম যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন, তা থেকে তার নেতৃত্বের দর্শনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বরাবরই বলে এসেছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল শক্তি হচ্ছে উদ্যোক্তা শ্রেণি, রপ্তানি সক্ষমতা এবং তরুণ জনগোষ্ঠী। তার ভাষায়, "ব্যাংক শুধু মুনাফার প্রতিষ্ঠান নয়, এটি দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের চালিকাশক্তি।" এই দৃষ্টিভঙ্গিই সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালীন দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের জন্য একটি আধুনিক আর্থিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার লক্ষ্য ছিল।

বেসরকারি খাতের বিকাশ নিয়ে তিনি একাধিকবার বলেছেন, "সরকার একা অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে পারে না; শক্তিশালী বেসরকারি খাত ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।" এফবিসিসিআইয়ের নেতৃত্বে থাকার সময়ও তিনি নীতিনির্ধারণে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বিনিয়োগে আস্থার প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে দক্ষ মানবসম্পদ, প্রযুক্তিনির্ভর সেবা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতার উপর।

শিক্ষা খাত নিয়ে তার অবস্থানও স্পষ্ট। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পৃক্ততার সময় তিনি প্রায়ই বলতেন, "উচ্চশিক্ষা কেবল ডিগ্রি অর্জনের বিষয় নয়, এটি জাতির প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা তৈরির মাধ্যম।" বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিকাশকে তিনি দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে দেখতেন। তার বিশ্বাস ছিল, বিশ্বমানের শিক্ষা ছাড়া বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের অর্থনীতি থেকে উন্নত অর্থনীতির পথে অগ্রসর হতে পারবে না।

সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নেও তার বক্তব্য ছিল উল্লেখযোগ্য। এম. কাশেম ট্রাস্টের কার্যক্রম নিয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, "সমাজ আমাকে যে অবস্থানে নিয়ে এসেছে, সেই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কাজ করার চেষ্টা করছি।" এই বক্তব্য তার ব্যবসায়িক সাফল্যের পাশাপাশি সামাজিক বিনিয়োগের দর্শনকেও প্রতিফলিত করে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাউথইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে তার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দর্শনকে বাস্তব ব্যাংকিং সংস্কারে রূপ দেওয়া। কারণ আজকের ব্যাংকিং খাত শুধু ঐতিহ্য বা ব্যক্তিগত সুনামের উপর নির্ভর করে না; বরং দক্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং আস্থাভিত্তিক সুশাসনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এম. এ. কাশেমের নতুন নেতৃত্ব সেই ভারসাম্য কতটা তৈরি করতে পারে, এখন সেটাই হবে পর্যবেক্ষণের প্রধান বিষয়।

সূত্রঃ **আনন্দ আলো**
২১ মে ২০২৬-৫ জুন ২০২৬

“নিরাপদ ব্যাংকিং ও গ্রাহকসেবায় মানুষের প্রথম পছন্দ হবে সাউথইস্ট ব্যাংক”

দেশের প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তা হিসেবে আশির দশকে দায়িত্ব পালন করেছেন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি পদেও। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান হিসেবেও চারবার দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। সম্প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠ এই উদ্যোক্তা কথা বলেছেন বণিক বার্তার সঙ্গে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন:
ইমামুল হাছান আদনান
প্রধান প্রতিবেদক, দৈনিক বণিক বার্তা

সাউথইস্ট ব্যাংক কেমন আছে?

বর্তমানে স্থিতিশীল, সুসংহত ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে সাউথইস্ট ব্যাংক। দেশের ব্যাংক খাতের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ও অস্থিরতার মধ্যেও আমাদের মূলধনের ভিত্তি এবং তারল্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুদৃঢ়। সাউথইস্ট ব্যাংকের ওপর আমানতকারীদের আস্থা অটুট থাকার কারণেই এ অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জিং সময়েও আমরা বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছি। বেশ দক্ষতার সঙ্গে ঝুঁকি মোকাবেলা করায় আমাদের মূলধন ও ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের অনুপাতও (সিআরএআর) ভালো অবস্থানে আছে। বর্তমানে আমাদের সিআরএআর প্রায় সাড়ে ১৩ শতাংশ। শেয়ারবাজারেও আমাদের ভালো অবস্থান তৈরি হয়েছে। ২০২৫ সালে আমাদের শেয়ারপ্রতি আয় ছিল ২ টাকা ৫০ পয়সা, শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য উন্নীত হয়েছিল ২৫ টাকা ৭০ পয়সায়। সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক বিষয় হলো, আমাদের খেলাপি ঋণের (এনপিএল) হার কমে ৭ দশমিক ৫১ শতাংশে নেমে এসেছে। বিপরীতে আমাদের কোনো সঞ্চিতি ঘাটতি নেই।

তবে আমরা কেবল ব্যবসায়িক মুনাফার পেছনে অন্ধভাবে ছুটছি না; আমাদের মূল অগ্রাধিকার হলো সম্পদের গুণগত মান রক্ষা করা এবং সুশাসন নিশ্চিত করা। আমরা প্রতিটি বিনিয়োগ ও লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখছি। ফলে সাউথইস্ট ব্যাংক চলমান অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও নিজেদের সুদৃঢ় অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে।

প্রতিষ্ঠার তিন দশক পেরিয়ে ব্যাংকটি কতটুকু এগোল?

১৯৯৫ সালে যাত্রা শুরুর পর গত তিন দশকে সাউথইস্ট ব্যাংক দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। যাত্রা শুরুর পর থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে বর্তমানে আমাদের রয়েছে বিশাল নেটওয়ার্ক। ব্যাংকিং সেবাকে আক্ষরিক অর্থেই মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমরা ১৩৭টি শাখা, ২২টি উপশাখা, ৫৪৭টি এটিএম ও ১৬০টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছি। বর্তমানে আমাদের আমানত স্থিতি প্রায় ৪৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন খাতে ঋণ স্থিতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৮ হাজার ২০০ কোটি টাকায়।

বৈদেশিক বাণিজ্যেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে আমাদের। প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকায় একমাত্র সাউথইস্ট ব্যাংকের নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজ রয়েছে। এছাড়া সাউথইস্ট ব্যাংক ক্যাপিটাল সার্ভিসেস ও মোবাইল আর্থিক সেবা ‘টেলিক্যাশ’ আমাদের সেবার পরিধিকে আন্তর্জাতিক ও আধুনিক মানে উন্নীত করেছে। আমাদের কর্মীদের প্রায় ২২ শতাংশই নারী এবং পর্ষদেও নারী পরিচালক রয়েছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমরা পরিচালনা করছি ‘সাউথইস্ট ব্যাংক গ্রিন স্কুল’। এ স্কুলে প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে এবং শিক্ষকদের সবাই নারী।

উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার সময় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা কতটা পূরণ হলো?

দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করায় আমার মনে হয়েছিল, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গতিশীল করতে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোনো বিকল্প নেই। সেই তাড়না থেকেই আমরা লাইসেন্সের জন্য আবেদন করি। সে সময় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন বাণিজ্যিক ব্যাংক খুলতে চাই। তখন তিনটি স্বপ্নের কথা বলেছিলাম শিক্ষিত যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সরকারি কোষাগারে নিয়মিত রাজস্ব দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্মানজনক ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ নিশ্চিত করা। তিন দশক পর আমরা কেবল হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানই করিনি, বরং দেশের অন্যতম শীর্ষ করদাতা ব্যাংক হিসেবে

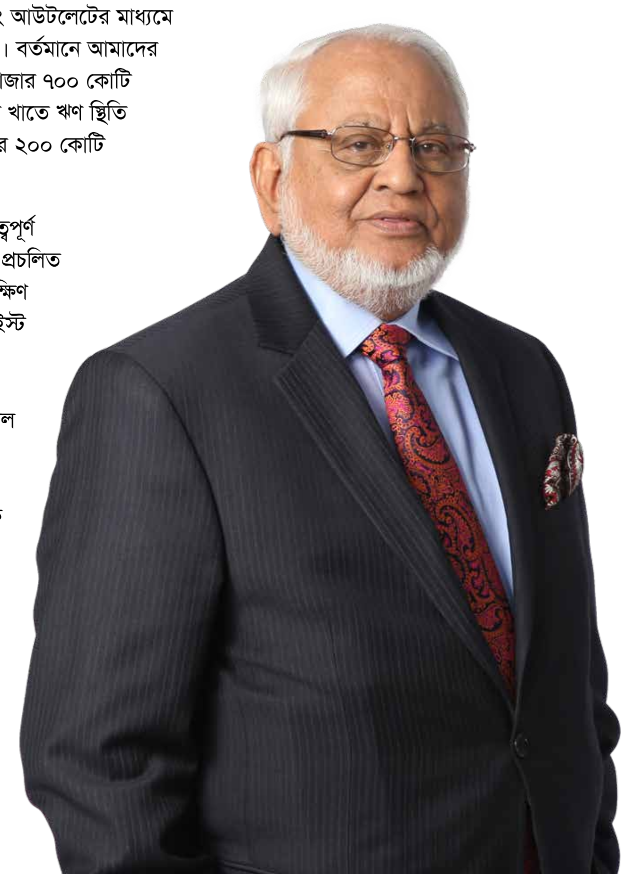

নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি। বিনিয়োগকারীরাও বছরের পর বছর আমাদের ওপর আস্থা রেখেছেন।

আমাদের স্লোগানই হলো 'একটি দূরদর্শী ব্যাংক'। সেই দূরদর্শিতাকে ধারণ করেই আমরা প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ব্যাংকিং সেবাকে শহরের গন্ডি পেরিয়ে গ্রামগঞ্জে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি। তবে স্বপ্ন দেখার তো শেষ নেই। সময়ের সঙ্গে স্বপ্নের পরিধিও আরো বিস্তৃত হয়। এখন আমাদের লক্ষ্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্বমানের 'স্মার্ট ব্যাংকিং' সেবা নিশ্চিত করা এবং প্রত্যেক গ্রাহকের দোরগোড়ায় আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দেয়া।

চেয়ারম্যান হিসেবে পর্ষদে ফিরে গত দেড় বছরে সাউথইস্ট ব্যাংকে কী ধরনের সংস্কার আনলেন?

গত দেড় বছর অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ও পুনর্গঠনের সময় ছিল। চেয়ারম্যান হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের পর দেখলাম, আমার নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটি নানা জটিলতায় জর্জরিত। সেই সংকটময় মুহূর্তে আমার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে ফিরিয়ে আনা। দায়িত্ব নিয়েই আমি আমানতকারীসহ ভালো-মন্দ সব গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়ে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছি। অনেকেই আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন। আমাদের ম্যানেজমেন্ট ধৈর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের সমস্যাগুলো শুনে সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। পরিচালনা পর্ষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিতে কমিটিগুলোর কার্যকারিতা বাড়িয়েছি। একই সঙ্গে ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জবাবদিহি শক্তিশালী করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অডিট ও কমপ্লায়েন্স ফাংশনকে আরো স্বাধীন ও শক্তিশালী করেছি, যাতে কোনো স্তরেই অনিয়মের সুযোগ না থাকে।

এছাড়া বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যাংকের আইটি ও সাইবার সিকিউরিটি অবকাঠামো ব্যাপকভাবে আপগ্রেড করেছি। ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের অযাচিত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় চিহ্নিত করে তা উল্লেখযোগ্য হারে কমানোর ব্যবস্থা করেছি। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্কতা ও স্বচ্ছতা অবলম্বন করা হচ্ছে। খেলাপি ঋণ আদায়েও আমরা এখন অত্যন্ত কঠোর এবং আপসহীন। ব্যাংকিং সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নতুন শাখা ও এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট খোলার পাশাপাশি পুরনো শাখাগুলোকে কৌশলগত স্থানে স্থানান্তর করেছি। একই সঙ্গে কর্মীদের মনোবল বাড়াতে সর্বস্তরে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। সব মিলিয়ে গত দেড় বছরে আমরা সাউথইস্ট ব্যাংককে একটি স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছি।

আগামী দিনগুলোতে আর কী কী পরিবর্তন আনতে চান?

আগামী দিনগুলোতে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্যাংকিং সিস্টেম গড়ে তোলা। বর্তমান সরকারের 'ক্যাশলেস সোসাইটি' গড়ার লক্ষ্য রয়েছে। আমি চাই সাউথইস্ট ব্যাংক ক্যাশলেস সোসাইটি বিনির্মাণে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে নেতৃত্ব দেবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা বেশকিছু সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন আনতে যাচ্ছি। আমাদের ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও কার্ড অবকাঠামোকে এমন এক শক্তিশালী পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই, যাতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসেই একজন গ্রাহক নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে সাউথইস্ট ব্যাংকে লেনদেন করতে পারেন। বড় শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা কাস্টমাইজড সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে চাই। এছাড়া আমি ব্যাংকে এমন একটি কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে চাই, যেখানে ব্যক্তিগত পরিচয় নয়; বরং যোগ্যতা, সততা ও পারফরম্যান্সই হবে পদোন্নতি ও মূল্যায়নের একমাত্র মাপকাঠি।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন?

করপোরেট গভর্ন্যান্স নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা অনেক আছে। তবে আমি বিশ্বাস করি, পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে পরিষ্কার সীমারেখা থাকা জরুরি। আমরা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে স্বাধীনভাবে কাজ করার পূর্ণ সুযোগ দিচ্ছি। বিনিয়োগের প্রস্তাব বাছাই থেকে শুরু করে নিয়োগ প্রক্রিয়া-সব ক্ষেত্রেই একটি শক্তিশালী চেক-অ্যান্ড-ব্যালান্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিতে আমরা নিয়মিত ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট রিপোর্ট কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। কোনো অনিয়মের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান 'জিরো টলারেন্স'।

দায়িত্ব শেষে সাউথইস্ট ব্যাংককে কোথায় রেখে যেতে চান?

আমার স্বপ্ন হলো সাউথইস্ট ব্যাংক হবে 'নিরাপদ ব্যাংকিং' ও গ্রাহকসেবার ক্ষেত্রে এ দেশের প্রতিটি মানুষের প্রথম পছন্দ। সময়ের সঙ্গে গ্রাহকের চাহিদা ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোও পরিবর্তিত হয়। তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের সেবাগুলোকে আরো আধুনিক ও সহজলভ্য করে প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছি। ব্যাংক খাতের যেকোনো মানদন্ডেই সাউথইস্ট ব্যাংক যেন শীর্ষে অবস্থান করে, সেটাই আমার মূল লক্ষ্য। আমি বিশ্বাস করি 'আকাশই একমাত্র সীমারেখা'।

সূত্রঃ দৈনিক বণিক বার্তা, ৭ই মে ২০২৬

ইন্টারভিউটির ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুনঃ
https://youtu.be/ROmIU8rwcsU

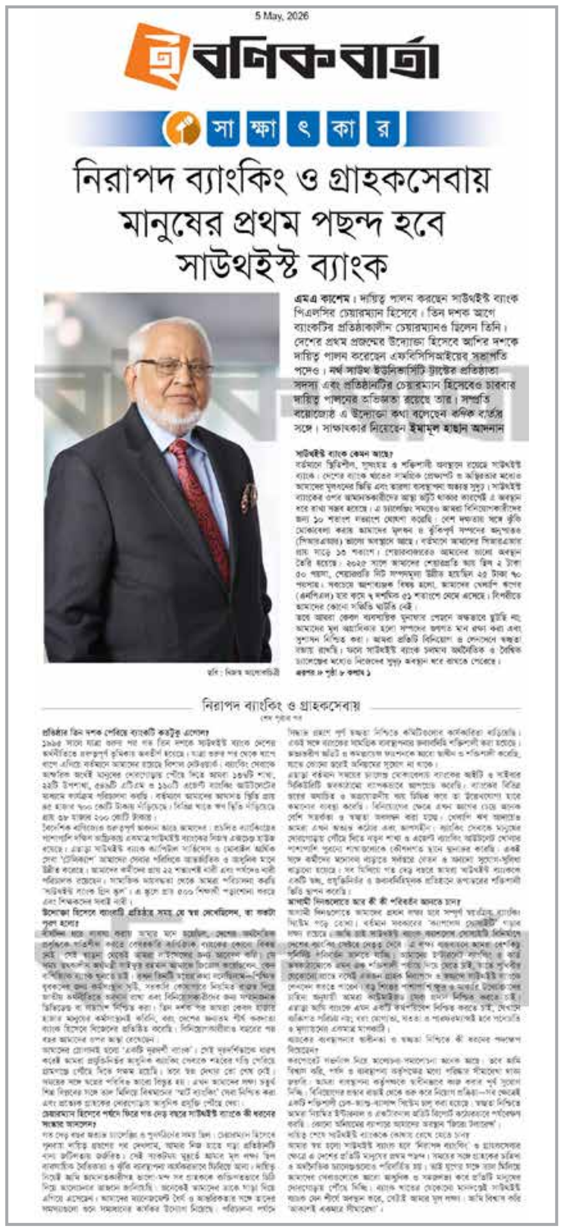
5 May, 2026

বণিকবার্তা

সাক্ষাৎকার

নিরাপদ ব্যাংকিং ও গ্রাহকসেবায় মানুষের প্রথম পছন্দ হবে সাউথইস্ট ব্যাংক

এমএ কাশেম। দায়িত্ব পালন করছেন সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান হিসেবে। তিন দশক আগে ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি। দেশের প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তা হিসেবে আশির দশকে দায়িত্ব পালন করেছেন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি পদেও। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান হিসেবেও চারবার দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। সম্প্রতি বর্ষীয়ান এ উদ্যোক্তা কথা বলেছেন বণিক বার্তার সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ইমামুল হাছান আদনান

সাউথইস্ট ব্যাংক কেমন আছে?

"Southeast Bank eyes world-class banking through digital shift"

Says its MD and CEO
Md. Khalid Mahmood Khan

Southeast Bank PLC. has intensified efforts to take its banking services to global standards by further empowering its customers and riding on digital transformation.

To achieve the goal, the second-generation commercial bank that began its operation in 1995 continues to invest in cutting-edge technology, rebalance its investment portfolios and deposit mix, and intensify cash recovery drives, says its Managing Director and Chief Executive Officer Md Khalid Mahmood Khan in an exclusive interview with The Financial Express.

He says the board of the bank led by the country's renowned industrialist Mr M.A. Kashem is extremely knowledgeable and highly active.

The board members formulate policies and create a congenial working environment for the management, he says.

"They say that the management will work within these policies. And as the management, what we do is ensure that in every task, we properly follow the guidelines and policies of both the Bangladesh Bank and the bank itself," he says.

In some cases, he says, the management is also conducting enhanced due diligence so that the number of mistakes or shortcomings remains minimal. Simultaneously, he says they are trying to keep the management team, branch managers, and officers vibrant.

"That is why we are gradually moving towards success in regaining part of the glory," the top executive says. Terming cash recovery one of the key priorities, the seasoned banker says the bank maintains constant communication with the borrowers facing difficulties so that they do not go into a sleeping mode for one or two years after rescheduling.

Scan or visit the link below for the interview video: www.youtube.com/watch?v=AYkNQOTwUes

"We are telling them, brother, we have rescheduled your loan. Please restart your factory, generate income from it, and service us with quarterly interests. Or even if it is not yet time for instalment payments, at least pay the quarterly interests or repay some amount to us," he says.

Mr. Khan mentions the board has also instructed them that the loans that have already been written off and the ones that are still at the classification stage, as well as some loans that are still in comparatively good condition, must be tracked very carefully.

"For us, the biggest issue is recovery, recovery, and recovery. From A to Z, everyone is making equal efforts for this," he says, adding that they plan to cut the ratio of non-performing loans (NPL) to below 5.0 per cent within the next couple of years from the 7.51 per cent at the end of December last.

To make the balance sheet of the bank stronger, the experienced banker says they are rebalancing their investment portfolios by focusing more on small and medium enterprises (SMEs) and retail financing.

"It does not mean we will not give loans to corporate customers. We are trying to onboard 'pay master' customers (good and reliable ones) in the market," he says. The bank continues to conduct a need-based analysis to understand the requirements of those who are not yet doing business with the bank and then try to bring them in, he says. He also says the bank has a good position in the SME segment. To further expand this, they have created an SME hub. Through the branches across Bangladesh, it finances SME customers. In the case of retail products, he says they want to give more importance to home

THE FINANCIAL EXPRESS

Dhaka • Tuesday • May 12, 2026

Vol XXXIII No. 176 • Regd No. DA 1589 • Boishakh 29, 1433 BS • Zilqad 23, 1447 Hijri • 16 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd

febdonline

INTERVIEW

Southeast Bank eyes world-class banking through digital shift

Says its MD and CEO Md Khalid Mahmood Khan

JUBAIR HASAN

Southeast Bank PLC has intensified efforts to take its banking services to global standards by further empowering its customers and riding on digital transformation.

To achieve the goal, the second-generation commercial bank that began its operation in 1995 continues to invest in cutting-edge technology, rebalance its investment portfolios and deposit mix, and intensify cash recovery drives, says its Managing Director and Chief Executive Officer Md Khalid Mahmood Khan in an exclusive interview with The Financial Express.

He says the board of the bank led by the country's renowned industrialist Mr MA Kashem is extremely knowledgeable and highly active.

The board members formulate policies and create a congenial working environment for the management, he says.

"They say that the management will work within these policies. And as the management, what we do is ensure that in every task, we properly follow the guidelines and policies of both the Bangladesh Bank and the bank itself," he says.

In some cases, he says, the management is also conducting enhanced due diligence so that the number of mistakes or shortcomings remains minimal.

Md Khalid Mahmood Khan

Scan the QR code to watch the video interview

Simultaneously, he says they are trying to keep the management team, branch managers, and officers vibrant.

"That is why we are gradually moving towards success in regaining part of the glory," the top executive says.

Terming cash recovery one of the key priorities, the seasoned banker says the bank maintains constant communication with the

| SEE PAGE 11

FE THE FINANCIAL EXPRESS STOCK & CORPORATE P11 Tuesday • May 12, 2026

Southeast Bank eyes world-class banking

| FROM PAGE 9

borrowers facing difficulties so that they do not go into a sleeping mode for one or two years after rescheduling.

"We are telling them, brother, we have rescheduled your loan. Please restart your factory, generate income from it, and service us with quarterly interests. Or even if it is not yet time for instalment payments, at least pay the quarterly interests or repay some amount to us," he says.

Mr Khan mentions the board has also instructed them that the loans that have already been written off and the ones that are still at the classification stage, as well as some loans that are still in comparatively good condition, must be tracked very carefully.

"For us, the biggest issue is recovery, recovery, and recovery. From A to Z, everyone is making equal efforts for this," he says, adding that they plan to cut the ratio of non-performing loans (NPL) to below 5.0 per cent within the next couple of years from the 7.51 per cent at the end of December last.

To make the balance sheet of the bank stronger, the experienced banker says they are rebalancing their investment portfolios by focusing more on small and medium enterprises (SMEs) and retail financing.

"It does not mean we will not give loans to corporate customers. We are trying to onboard 'pay master' customers (good and reliable ones) in the market," he says.

The bank continues to conduct a need-based analysis to understand the requirements of those who are not yet doing business with the bank and then try to bring them in, he says.

He also says the bank has a good position in the SME segment.

To further expand this, they have created an SME hub. Through the branches across Bangladesh, it finances SME customers.

In the case of retail products, he says they want to give more importance to home loans because these are secured ones.

At the same time, they want to focus on other retail products and especially the card business.

Mr Khan, having more than 31 years of banking experience, says the management wants to build a large portfolio so that the bank's dependence on corporates decreases.

If a large corporate customer becomes troubled for any reason, a large amount of assets of the bank becomes problematic and the classification rate increases, he says.

"So, we will onboard good mid-level corporates. In that case, perhaps we are not moving toward very large accounts. But if we do not increase corporate business, income will not increase either," he says.

About digital transformation, he says people will be happy to know that the bank has already launched credit cards for students. Probably for the first time in Bangladesh, credit cards have been launched for students, he also says.

The bank is providing the cards in a way so that they can meet the daily needs of students.

The cards do not deal with a large amount of money, which is to ensure that they do not become a burden on the students or their families in the future.

The bank has started this on a very small scale, he says.

Already, such cards have been handed over to students at North South University, Daffodil International University, and several others.

"We are also in talks with many more universities so that we can provide these cards. One major advantage of the card is that students do not have to go to banks, but they will still be able to use ATM booths," he says.

Through these virtual credit cards, the students will be able to make payments at any POS without even carrying the card physically, he says.

When asked where he wants to see the bank in a few years, he says they want to see it in a position where its asset quality must be good, its deposit mix must be sustainable, its officers must be knowledgeable, and customer service must be world-class.

"I say world-class because we now live in a global village. Our customers are very smart. So, we have to constantly transform ourselves to make our customers happy. If I do not change myself little by little every day and prepare for customers, I will not be able to do well," he adds.

jubairfe1980@gmail.com

loans because these are secured ones. At the same time, they want to focus on other retail products and especially the card business. Mr Khan, having more than 31 years of banking experience, says the management wants to build a large portfolio so that the bank's dependence on corporates decreases.

If a large corporate customer becomes troubled for any reason, a large amount of assets of the bank becomes problematic and the classification rate increases, he says. "So, we will onboard good mid-level corporates. In that case, perhaps we are not moving toward very large accounts. But if we do not increase corporate business, income will not increase either," he says.

About digital transformation, he says people will be happy to know that the bank has already launched credit cards for students. Probably for the first time in Bangladesh, credit cards have been launched for students, he also says. The bank is providing the cards in a way so that they can meet the daily needs of students. The cards do not deal with a large amount of money, which is to ensure that they do not become a burden on the students or their families in the future. The bank has started this on a very small scale, he says. Already, such cards have been handed over to students at North South University, Daffodil International University, and several others.

"We are also in talks with many more universities so that we can provide these cards. One major advantage of the card is that students do not have to go to banks, but they will still be able to use ATM booths," he says. Through these virtual credit cards, the students will be able to make payments at any POS without even carrying the card physically, he says.

When asked where he wants to see the bank in a few years, he says they want to see it in a position where its asset quality must be good, its deposit mix must be sustainable, its officers must be knowledgeable, and customer service must be world-class.

"I say world-class because we now live in a global village. Our customers are very smart. So, we have to constantly transform ourselves to make our customers happy. If I do not change myself little by little every day and prepare for customers, I will not be able to do well," he adds.

Source: **The Financial Express**
June 28, 2026

Scan the QR Code for Full News

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য 'সাউথইস্ট সুপ্রভা' একটি কার্যকর আর্থিক পরিষেবা

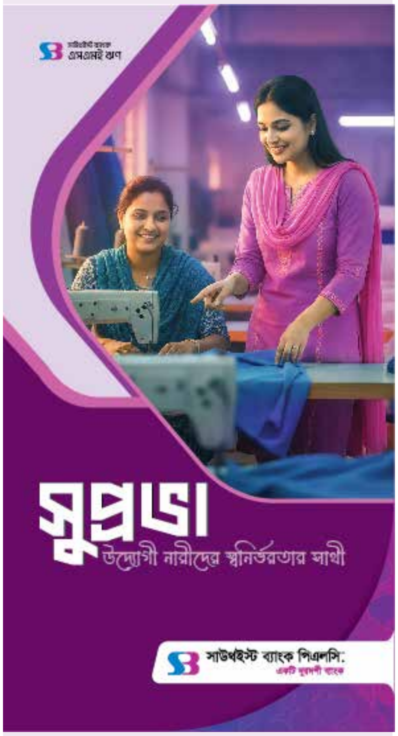

বাংলাদেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে এমএসএমই খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই? বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হলো এসএমই খাত, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এ বিষয়ে বণিক বার্তায় সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সাউথইস্ট ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং হেড অব এসএমই এন্ড এগ্রি ক্রেডিট ডিভিশনের প্রধান জনাব আশিকুজ্জামান খান...

এসএমই খাত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, বিশেষ করে তরুণ ও নারীদের জন্য এবং একই সঙ্গে প্রধান শহরাঞ্চলের বাইরে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও সহায়তা করে। এসএমই ব্যবসা যত বাড়ে, ততই সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়, উৎপাদন বাড়ে, রফতানি বাড়ে এবং জিডিপিতে অর্থপূর্ণ অবদান রাখে। সুতরাং এসএমই খাতকে সহায়তা করা শুধু ব্যাংক খাতেরই অগ্রাধিকার নয়, বরং এটি একটি জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারও বটে।

এসএমই খাতের জন্য সাউথইস্ট ব্যাংক কী কাজ করছে?

আমরা যোগ্য উদ্যোক্তাদের জন্য চলতি মূলধন অর্থায়ন, ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মেয়াদি ঋণ, ট্রেড ফাইন্যান্স এবং জামানতবিহীন ঋণসহ এসএমই অর্থায়নের জন্য একটি বৃহৎ পরিসরে কাজ করে আসছি। আমরা নারী উদ্যোক্তাদের অপেক্ষাকৃত স্বল্পসুদে বিশেষায়িত আর্থিক সুবিধা দিয়ে থাকি।

এসএমই খাতের সেবাকে আরো সহজলভ্য করার জন্য আমরা আমাদের এসএমই লোন প্রডাক্টগুলোকে নতুনভাবে ডিজাইন করেছি। আমাদের দেশব্যাপী শাখা, উপশাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং প্রযুক্তিচালিত পরিষেবার মাধ্যমে আমরা এসএমই গ্রাহকদের আরো সহজে অর্থায়ন পেতে সাহায্য করছি এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাদের টেকসই প্রবৃদ্ধিও নিশ্চিত করছি।

অর্থনীতির এ চ্যালেঞ্জিং সময়ে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আরো কী ধরনের ভূমিকা রাখা দরকার বলে মনে করেন?

বর্তমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ প্রেক্ষাপটে এসএমই উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়াতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সক্রিয় রয়েছে। এক্ষেত্রে শুধু অর্থ প্রদান নয়, বরং সহজ শর্তে ঋণপ্রাপ্তি, দ্রুত ঋণ

প্রক্রিয়াকরণ, আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল ব্যাংকিং সুবিধা সম্প্রসারণ, বাজার সংযোগে সহায়তা এবং উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা জরুরি। একই সঙ্গে নারী ও নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সহায়তা এবং পরামর্শভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করতে পারলে এসএমই খাত আরো টেকসই ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।

নারী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোনো অর্থায়ন বা সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচি রয়েছে কি?

নারী ও তরুণ উদ্যোক্তা এবং গ্রামীণ এসএমইদের জন্য আমাদের বিশেষ আর্থিক সমাধান রয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য, আমাদের 'সাউথইস্ট সুপ্রভা' একটি কার্যকরী আর্থিক পরিষেবা যার

মাধ্যমে স্বল্প সুদে অর্থায়নের পাশাপাশি ব্যবসায়িক পরামর্শমূলক সহায়তা দেয়া হয়, যা নারী-নেতৃত্বাধীন ব্যবসাগুলোকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য, আমরা উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে উৎসাহিত করতে স্টার্টআপ অর্থায়ন এবং পরামর্শদানের সুযোগ প্রদান করি। আমাদের সব এসএমই পণ্য গ্রামীণ উদ্যোগের জন্যও উপযুক্ত, যা সুবিধাবঞ্চিত এলাকাগুলোতে অর্থায়নের সহজলভ্যতা, সরলীকৃত পদ্ধতি এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অংশগুলোকে শক্তিশালী করা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা এসএমই খাতের অর্থায়ন ও ব্যবসা পরিচালনায় আরো কীভাবে কাজে লাগানো যায়?

এসএমই অর্থায়নকে দ্রুততর এবং সহজলভ্য করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা প্রদান জোরদার করা প্রয়োজন। গ্রাহককে দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ঋণ-সংক্রান্ত ডকুমেন্ট ও ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। গ্রামীণ এবং সুবিধাবঞ্চিত উদ্যোক্তাদের কাছে আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে এজেন্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক, এমএফআই এবং এ-সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য এসএমই গ্রাহকরা যেন তাদের অবস্থান নির্বিশেষে সুবিধাজনক ও কার্যকরভাবে অর্থায়ন পেতে পারে তা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ও প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে আপনারা কী ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ও প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা প্রকৃত এসএমই উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছি। এ লক্ষ্যে সারা দেশে আমাদের শাখা ও এজেন্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, দ্রুত ঋণ প্রক্রিয়াকরণ এবং নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ও ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা ব্যবহার করে উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের সুযোগ আরো সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হলো এসএমই খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো কার্যকর অবদান রাখা।

এমএসএমই খাতের বড় চ্যালেঞ্জগুলো যেমন জামানত সংকট, উচ্চ অর্থায়ন ব্যয় বা বাজারে প্রবেশের সীমাবদ্ধতা মোকাবেলায় কী ধরনের নীতিগত উদ্যোগ প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

এমএসএমই খাতের টেকসই বিকাশে জামানত সংকট, উচ্চ অর্থায়ন ব্যয় এবং বাজারে প্রবেশের সীমাবদ্ধতা অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এসব সমস্যা মোকাবেলায় ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের পরিধি বৃদ্ধি এবং স্বল্পব্যয়ী পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সম্প্রসারণ জোরদার করা প্রয়োজন। পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের বাজার সংযোগ বৃদ্ধির জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, ডিজিটাল প্লাটফর্মে প্রবেশাধিকার সহজলভ্য এবং ব্যবসায়িক সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে।

সূত্রঃ বণিক বার্তা, ২৫ শে জুন ২০২৬

25 June, 2026

বণিকবার্তা

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য 'সাউথইস্ট সুপ্রভা' একটি কার্যকর আর্থিক পরিষেবা

মোহাম্মদ আসিকুজ্জামান খান
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড হেড অব এসএমই অ্যান্ড এগ্রি ক্রেডিট ডিভিশন, সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.

নারী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোনো অর্থায়ন বা সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচি রয়েছে কি?

Southeast Bank PLC.
a bank with vision

“Southeast Bank’s **Support in Realizing the Growth Vision of Sparrow Group”**

Shovon Islam
Managing Director, Sparrow Group

Southeast Bank PLC. has established itself as one of Bangladesh's most respected financial institutions, playing a significant role in advancing the nation's business ecosystem and economic development. Since its inception, the Bank has consistently focused on empowering businesses—large and small—through accessible financing, innovative banking solutions, prudent risk management, and customer-centric services. By supporting entrepreneurship, export-oriented industries, and sustainable industrialization, Southeast Bank has contributed meaningfully to employment generation, foreign exchange earnings, and the broader economic resilience of Bangladesh.

Among the sectors where Southeast Bank has made a particularly notable impact is the ready-made garments (RMG) industry, the backbone of Bangladesh's export economy. Through tailored trade finance facilities, working capital support, offshore banking services, Export Development Fund (EDF) financing, and responsive advisory assistance, the Bank has enabled garment manufacturers to strengthen production capabilities, enhance compliance standards, and remain competitive in global markets.

One such success story is Sparrow Group, comprising Sparrow Apparels, Crown Wears, Crown Fashions, and Sparrow GreenTech. Over the past decade, Southeast Bank has been a trusted financial partner in Sparrow Group's growth journey, supporting the Group's strategic vision of diversification, sustainability, and capacity expansion. With the Bank's continuous financial and advisory support, Sparrow Group has successfully expanded its product portfolio in woven garments, including trousers, denim, chinos, shirts, women's blouses, dresses, and garment-dyed casual and high-fashion tops and bottoms. This diversified product portfolio has made Sparrow Group exceed export of 3000 crore a year and still growing at a rapid pace.

This partnership has enabled Sparrow Group to achieve a consistent annual export growth rate of approximately 15–20% over the last ten years. Today, Sparrow Group proudly serves some of the world's leading fashion

brands, including Gap Inc., Marks & Spencer, J.Crew, American Eagle Outfitters, Ann Taylor, Talbots, Levi Strauss & Co., True Religion, and Mango. Southeast Bank's timely financial support and understanding of the apparel sector's operational dynamics have been instrumental in strengthening Sparrow Group's reputation as a reliable sourcing hub for global buyers.

Beyond traditional financing, Southeast Bank has also demonstrated exceptional commitment to sustainability and green industrial transformation. Recognizing the increasing importance of environmental responsibility in global supply chains, the Bank actively supported Sparrow Group in obtaining the Support Safety Retrofits and Environmental Upgrades (SREUP) loan facility provided by Bangladesh Bank. This innovative financing initiative enabled Sparrow Group to invest in environmentally sustainable infrastructure and operational improvements across its factory units at a lower interest rate with performance-based incentives upon successful project completion.

The SERUP financing significantly accelerated Sparrow Group's sustainability initiatives by supporting energy-efficient technologies, environmentally responsible production systems, and carbon footprint reduction measures. As a result, Sparrow Group was able to strengthen its environmental compliance standards and achieve highly rated HIGG verified scores—an increasingly critical benchmark for global apparel buyers focused on sustainability and ethical sourcing. This achievement not only enhanced the Group's competitiveness in international markets but also reinforced Bangladesh's image as a responsible apparel manufacturing destination.

Furthermore, during periods of production expansion and the addition of new manufacturing lines, Southeast Bank played a proactive role in facilitating Green Transformation Fund (GTF) financing from Bangladesh Bank. Through this initiative, Sparrow Group was able to import advanced energy-efficient capital machinery under favorable financing terms and lower interest rates. The Bank's guidance in structuring and processing these facilities ensured that Sparrow Group could modernize its operations while maintaining financial sustainability and operational efficiency.

What distinguishes Southeast Bank is not merely its ability to provide financing, but its willingness to understand clients' long-term visions and collaborate as a true growth partner. The Bank has consistently listened to Sparrow Group's proposals for capacity enhancement, product diversification, sustainability transformation, and export expansion. This relationship, built on trust, responsiveness, and shared ambition, has enabled Sparrow Group to continue scaling responsibly while navigating the evolving demands of global apparel markets.

The journey of Sparrow Group reflects how strategic banking partnerships can drive industrial growth, sustainability, and export excellence. Southeast Bank PLC's continued support through innovative financing solutions, advisory services, and long-term commitment has played a vital role in helping Sparrow Group realize its aspirations for sustainable growth and global competitiveness.

Coutesy: **Mr. Muhammad Wahidur Rahman Patwary**
Executive Vice President, Southeast Bank PLC.

“আমার আস্থা, অংশীদারিত্ব ও প্রবৃদ্ধির গল্পের সাথে জড়িত সাউথইস্ট ব্যাংক”

গাজী ওয়াহিদুজ্জামান জাকির
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
Supreme Group

২০০৭ সালে Supreme Stitch Ltd. প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমার উদ্যোক্তা জীবনের যাত্রা শুরু হয়। ২০০৯ সালে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করি এবং ২০১০ সালে মাত্র ১৮০টি সেলাই মেশিন নিয়ে স্পোর্টসওয়্যার রপ্তানির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করি। ব্যবসার প্রাথমিক পর্যায়ে ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসি. -এর গুলশান শাখার সহায়তায় ৩০ কোটি টাকার Back-to-Back LC ব্যাংকিং সুবিধা ও ৬ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করি। সেই বছরই আমাদের প্রথম রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ছোট পরিসরে শুরু হওয়া সেই উদ্যোগই আজ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

২০১০ সালেই সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. -এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের সূচনা হয়। শুরুতে ৩০ কোটি টাকার Back-to-Back LC সুবিধা নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্ক কেবল ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি পরিণত হয়েছে পারস্পরিক আস্থা, সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বের এক অনন্য উদাহরণে। গত ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. আমাদের ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে পাশে থেকেছে। বর্তমানে Supreme Group-এর সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম একমাত্র সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. -এর মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে, যা আমাদের গভীর আস্থার বহিঃপ্রকাশ।

আজ Supreme Group-এর আওতায় Supreme Stitch, Supreme Outfit, Supreme Accessories, Supreme Embellishment, Supreme Eco-Brick & Agro, Unique Trims IND. এবং Summit Associates সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ধারাবাহিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন এবং দক্ষ মানবসম্পদের সমন্বয়ে ২০২৫ সালে আমাদের মোট রপ্তানি ৫১. ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এই অর্জনের পেছনে আমাদের টিমের নিরলস পরিশ্রমের পাশাপাশি সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. -এর অবিচল সহযোগিতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আমাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. -এর অর্থায়নে ২০২৫ সালে Supreme Outfit Ltd. নামে একটি নতুন উৎপাদন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা বর্তমানে ট্রায়াল পর্যায়ে রয়েছে। আমরা আশা করছি, ২০২৭ সাল থেকে এই ইউনিট এককভাবে প্রায় ৫১. ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় করবে এবং দেশের রপ্তানি খাতে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ইতিবাচক। ব্যাংকের পেশাদারিত্ব, ব্যবসাবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি এবং দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা আমাদের প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত (Centralized) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা অনেক সময় শাখা পর্যায়ে দ্রুত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী শাখা পর্যায়ে আরও কিছু ক্ষমতায়ন করা হলে সেবার মান আরও উন্নত হতে পারে। একই সঙ্গে ডকুমেন্টেশন এবং চার্জ ডকুমেন্টস প্রক্রিয়াকে আরও আধুনিক, ডিজিটাল ও সহজীকরণ করা গেলে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা আরও সহজ হবে এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক বাজারে আরও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করা, রপ্তানি বৃদ্ধি করা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও বেশি অবদান রাখা। আমরা বিশ্বাস করি, সাউথইস্ট ব্যাংকের মতো একটি বিশ্বস্ত অংশীদারকে সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতের পথচলা আরও সফল হবে।

“একটি ছোট উদ্যোগ থেকে ৫১. ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার এই যাত্রায় সাউথইস্ট ব্যাংক আমাদের বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে পাশে ছিল। দীর্ঘদিনের এই আস্থার সম্পর্ক ভবিষ্যতেও আরও শক্তিশালী হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।”

সৌজন্যে: **মাহমুদুল হাসান**
ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শাখা প্রধান
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. মতিঝিল শাখা (ইসলামিক ব্যাংকিং)

"আমার উদ্যোক্তা হয়ে উঠার অনুপ্রেরণা; সাউথইস্ট ব্যাংক"

শওকত আলী
চেয়ারম্যান
মেসার্স এম এম ফ্লাওয়ার মিলস্

কক্সবাজারের একজন তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়ে, আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছি আমার পরিশ্রম, দূরদর্শিতা এবং সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. কক্সবাজার শাখার আন্তরিক আর্থিক সহযোগিতায়।

২০২২ সালে আমি কক্সবাজারে "মেসার্স এমএম ফ্লাওয়ার মিলস্" প্রতিষ্ঠা করি। ব্যবসার শুরুর দিকে মূলধনের অভাবে আমি সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. কক্সবাজার শাখার কাছে সাহায্য চাই। তারা আমাকে আর্থিক সহায়তা দেয়, এবং বর্তমানে আমি তাদের কাছ থেকে ৩.৫০ কোটি টাকার ওভারড্রাফট (OD) সুবিধা পাচ্ছি। এই অর্থায়ন আমার ব্যবসার কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্প্রসারণে এক অসামান্য ভূমিকা রেখেছে।

স্বল্প সময়ের মধ্যে আমার প্রতিষ্ঠান মেসার্স এম এম ফ্লাওয়ার মিলস্ স্থানীয় বাজারে একটি নির্ভরযোগ্য নাম হয়ে উঠেছে। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, মানসম্মত পণ্য উৎপাদন এবং ব্যবসায়িক সততার মাধ্যমে আমি আমার ব্যবসাকে লাভজনক ও টেকসই অবস্থানে নিয়ে যেতে পেরেছি। বর্তমানে আমার এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১০০ জন মানুষ কর্মরত, যা স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং বহু পরিবারের জীবিকার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যবসায়িক সাফল্যের পাশাপাশি আমি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও পিছিয়ে নেই। আমার প্রতিষ্ঠান খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত হয়ে সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত গম থেকে মানসম্মত ফলিত আটা তৈরি করে OMS ডিলারদের কাছে সরবরাহ করছে।
এর মাধ্যমে নিম্নআয় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য কিনতে পারছেন। ফলে আমি শুধু একজন ব্যবসায়ী নই, বরং সমাজকল্যাণেও আমার অবদান রাখতে পারছি-এটা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আমি নিয়মিতভাবে সরকারকে বিপুল পরিমাণ ভ্যাট ও কর প্রদান করি, যা জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে আমার ছোট্ট হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আমার এই দায়িত্বশীলতা ও ব্যবসায়িক সাফল্য হয়তো দেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য একটি অনুকরণীয় উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে।

আমার এই সফলতার যাত্রা প্রমাণ করে-সঠিক পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম এবং একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাংকিং অংশীদারের সহযোগিতা থাকলে যেকোনো উদ্যোক্তা তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন।

আমি গর্বিত যে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. আমার এই সফলতার অংশীদার, এবং তারা ভবিষ্যতেও দেশের উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে-এ প্রত্যাশা নিয়ে আমি আমার পথ চলা অব্যাহত রাখব।

সৌজন্যে: **মো. আবুল মনসুর**
শাখা প্রধান
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.
কক্সবাজার শাখা।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর গুলশান শাখা নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. এর গুলশান শাখা আধুনিক ও উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে ২৮ জুন ২০২৬ (রবিবার), হেনা সুবাস্তু স্কাইলাইন এভিনিউ, (১ম ও ২য় তলা), প্লট নম্বর- ৫৫, রোড নম্বর- ১২৩, ব্লক-সিইএস (এ), গুলশান মডেল টাউন, ঢাকায় নতুন এবং সুপরিসর স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এম.এ. কাশেম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত গুলশান শাখার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের বর্তমান ও সাবেক পরিচালকবৃন্দ- মিসেস রেহানা রহমান, মিসেস জোসনা আরা কাশেম, মিসেস দুলুমা আহমেদ, নাসির উদ্দিন আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার বদরুল হাসান, মোঃ রফিকুল ইসলাম (নমিনি পরিচালক-এশিয়া ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.) এবং উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার মিসেস সুলতানা কাশেম উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এম. এ. কাশেম বলেন, 'গ্রাহকদের আধুনিক, দ্রুত এবং নিরাপদ ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। তারই ধারাবাহিকতায় গুলশান শাখাটি নতুন ও আধুনিক ভবনে স্থানান্তর করা হলো। নতুন এই সুপরিসর শাখার মাধ্যমে সম্মানিত গ্রাহকদের জন্য সর্বাধুনিক ব্যাংকিং সেবা সহ সর্বোচ্চ গ্রাহক সেবার মান উন্মোচিত হলো। আমরা গ্রাহকদের আস্থার প্রতীক হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদার হতে চাই'।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খালিদ মাহমুদ খান বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও গুলশান শাখার প্রধান ইশতিয়াক ইউ. আহমেদ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় ব্যবসায়ী, গ্রাহক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আধুনিক অবকাঠামো ও উন্নত ডিজিটাল ব্যাংকিং সুবিধাসম্পন্ন স্থানান্তরিত এ শাখা থেকে গ্রাহকদের জন্য সকল ধরণের ব্যাংকিং-এর পূর্ণাঙ্গ সেবা প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে সাউথইস্ট ব্যাংক গ্রাহককেন্দ্রিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণে তার অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করবে।

সাউথইস্ট ব্যাংকের মতিঝিল শাখা (ইসলামিক ব্যাংকিং) এখন নতুন ঠিকানায়

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. এর মতিঝিল শাখা (ইসলামিক ব্যাংকিং) আধুনিক ও উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে ৭ জুন ২০২৬ (রবিবার) ডি আর টাওয়ার (২য় তলা) ৬৫/২/২ বক্স কালভার্ট রোড, পুরানা পল্টন, মতিঝিল, ঢাকায় নতুন এবং সুপরিসর স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর চেয়ারম্যান এম. এ. কাশেম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত মতিঝিল শাখার (ইসলামিক ব্যাংকিং) শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দ-নাসির উদ্দিন আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার বদরুল হাসান এবং মোঃ রফিকুল ইসলাম (এশিয়া ইন্স্যুরেন্স পিএলসি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি) উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর চেয়ারম্যান এম.এ. কাশেম বলেন, "গ্রাহকদের আধুনিক, দ্রুত এবং নিরাপদ ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।

তারই ধারাবাহিকতায় মতিঝিল শাখাটি (ইসলামিক ব্যাংকিং) নতুন ও উন্নত স্থানে স্থানান্তর করা হলো। নতুন এই সুপরিসর শাখার মাধ্যমে সম্মানিত গ্রাহকদের জন্য সর্বাধুনিক ডিজিটাল ইসলামিক ব্যাংকিং সেবার দুয়ার উন্মোচিত হলো। আমরা গ্রাহকদের আস্থার প্রতীক হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদার হতে চাই"।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খালিদ মাহমুদ খান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ আবিদুর রহমান চৌধুরী ও মো. মাহবুব আলম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাখা প্রধান মাহমুদুল হাসান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় ব্যবসায়ী, গ্রাহক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আধুনিক অবকাঠামো ও উন্নত ডিজিটাল ব্যাংকিং সুবিধাসম্পন্ন স্থানান্তরিত এ শাখা থেকে গ্রাহকদের জন্য শরিয়াহসম্মত ইসলামিক ব্যাংকিং-এর পূর্ণাঙ্গ সেবা প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে সাউথ ইস্ট ব্যাংক গ্রাহককেন্দ্রিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণে তার অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করবে।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর কাওরান বাজার শাখা এখন নতুন ঠিকানায়

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. আধুনিক ব্যাংকিং সেবার পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে কাওরান বাজার শাখা একই ভবনের (যমুনা ভবন, হোল্ডিং নম্বর-২, কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা) সেমি বেইজমেন্ট থেকে স্থানান্তরিত হয়ে তৃতীয় তলায় কার্যক্রম শুরু করেছে।

১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে নতুন কার্যালয়ে কার্যক্রমের শুভ সূচনা উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খালিদ মাহমুদ খান, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবিদুর রহমান চৌধুরী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় ব্যবসায়ী, গ্রাহক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত কাওরান বাজার শাখা তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি ইসলামিক ব্যাংকিং এর সকল আধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা সমূহ প্রদান করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

সাউথইস্ট ব্যাংকে নবনিযুক্ত শাখা প্রধানদের উষ্ণ স্বাগতম

জনাব আহসানুল হক ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রিন্সিপাল শাখা, ঢাকার প্রধান হিসেবে ব্যাংকে যোগদান করেছেন।

তিনি ২০০০ সালে পূবালী ব্যাংক পিএলসি.-তে তার কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি.-তে যোগদান করেন। সাউথইস্ট ব্যাংকে যোগদানের পূর্বে তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান শাখা, ঢাকার প্রধান ছিলেন। তার ২৬ বছরেরও অধিক সময় ধরে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন এর অভিজ্ঞতা রয়েছে। জনাব হক ঢাকা কলেজ থেকে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। এছাড়াও তিনি কানাডার রয়্যাল রোডস ইউনিভার্সিটি থেকে ডিজিটাল টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট (ডিটিএম)-এ এমবিএ সম্পন্ন করেছেন (দূরশিক্ষণ)। জনাব আহসানুল হক বিবাহিত এবং এক কন্যা সন্তানের জনক।

জনাব ইশতিয়াক ইউ. আহমেদ ২১ মে ২০২৬ তারিখে এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও গুলশান শাখা, ঢাকার প্রধান হিসেবে যোগদান করেন।

তিনি ২০০১ সালে ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি. তে তার কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি যমুনা ব্যাংক পিএলসি.-তে যোগদান করেন। সাউথইস্ট ব্যাংকে যোগদানের পূর্বে তিনি বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি.-তে এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও গুলশান শাখার প্রধান এবং গুলশান ক্লাস্টার প্রধান ছিলেন। তার ২৫ বছরেরও অধিক সময় ধরে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন এর অভিজ্ঞতা রয়েছে। জনাব আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। এছাড়াও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ থেকে এইচআরএম-এ এমবিএ সম্পন্ন করেছেন। জনাব ইশতিয়াক ইউ. আহমেদ বিবাহিত এবং একজন পুত্র ও একজন কন্যা সন্তানের জনক।

জনাব মোল্লা মাসুদ পারভেজ ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও খুলনা শাখা, খুলনার প্রধান হিসেবে ব্যাংকে যোগদান করেছেন।

তিনি ২০০৮ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে তার কর্মজীবন শুরু করেন। সাউথইস্ট ব্যাংকে যোগদানের পূর্বে তিনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি.-তে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ঝিনাইদহ শাখার প্রধান ছিলেন। তার ১৯ বছরেরও অধিক সময় ধরে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন এর অভিজ্ঞতা রয়েছে। জনাব পারভেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। জনাব মোল্লা মাসুদ পারভেজ বিবাহিত এবং এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

জনাব নাজমুল ইসলাম জুয়েল ৪ঠা মে ২০২৬ তারিখে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও নিউ ইস্কাটন শাখা, ঢাকার প্রধান হিসেবে ব্যাংকে যোগদান করেছেন।

তিনি ২০০৪ সালে প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি.-তে তার কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি.-তে যোগদান করেন। সাউথইস্ট ব্যাংকে যোগদানের পূর্বে তিনি ব্যাংক এশিয়া পিএলসি.-তে ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মহাখালী শাখার প্রধান ছিলেন। তার ২২ বছরেরও অধিক সময় ধরে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন এর অভিজ্ঞতা রয়েছে। জনাব জুয়েল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। এছাড়াও তিনি বিআইবিএম, ঢাকা থেকে ব্যাংক ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। জনাব নাজমুল ইসলাম জুয়েল বিবাহিত এবং এক পুত্র সন্তানের জনক।

জনাব মোঃ শাহীনূর রহমান ২৪শে মে ২০২৬ তারিখে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইমামগঞ্জ শাখা, ঢাকার প্রধান হিসেবে ব্যাংকে যোগদান করেছেন।

তিনি ২০০৪ সালে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি.-তে তার কর্মজীবন শুরু করেন। সাউথইস্ট ব্যাংকে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি.-তে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইমামগঞ্জ শাখা, ঢাকার প্রধান ছিলেন। তার ২২ বছরেরও অধিক সময় ধরে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন এর অভিজ্ঞতা রয়েছে। জনাব রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। জনাব মোঃ শাহীনূর রহমান বিবাহিত এবং এক পুত্র সন্তানের জনক।

সাউথইস্ট ব্যাংক গ্রিন স্কুল-এ উৎসব মুখর পরিবেশে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন

১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সাউথইস্ট ব্যাংক গ্রিন স্কুল আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পহেলা বৈশাখ-১৪৩৩ উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে স্কুলে একটি সুন্দর ও প্রাণবন্ত বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। সব শ্রেণির শিক্ষার্থীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে আনন্দময় করে তোলে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব এম. এ. কাশেম এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ খালিদ মাহমুদ খান। এছাড়াও বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর সম্মানিত সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার বদরুল হাসান সহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন, যা অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। চেয়ারম্যান মহোদয় তার বক্তব্যে স্কুলের অগ্রগতি ও সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়। স্কুলের প্রিন্সিপাল মিস সৈয়দা নাসরিন আক্তার সম্মানিত অতিথি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। মেলায় ছিল খাবারের স্টল, খেলাধুলার স্টল এবং ঐতিহ্যবাহী জিনিসের প্রদর্শনী। পুরো ক্যাম্পাস রঙিন সাজসজ্জা ও লোকসংগীতের সুরে ভরে ওঠে, যা একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করে।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. কর্তৃক আয়োজিত 'ব্যামেলকো সম্মেলন-২০২৬'

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. সফলভাবে ঢাকায় 'ব্যামেলকো সম্মেলন-২০২৬' এর আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব অমিতাভ চক্রবর্তী মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা পরিপালনে ব্যাংকের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত ও তথ্যবহুল সেশন পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মোক্তার হোসেন, বাণিজ্যভিত্তিক মানি লন্ডারিং (Trade-Based Money Laundering - TBML) এবং ঋণভিত্তিক মানি লন্ডারিং (Credit-Backed Money Laundering - CBML) প্রতিরোধে ব্যাংকের প্রতিপালন নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোকপাত করেন। সেশন দুটি ছিল সকলের অংশগ্রহণমূলক ও প্রাণবন্ত। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ খালিদ মাহমুদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ব্যাংকের প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা জনাব আবিদুর রহমান চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত নতুন উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ও প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুব আলম মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয় বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত কনফারেন্সে প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানগণ, শাখা প্রধানগণ, শাখা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাবৃন্দ (ব্যামেলকো), উপ-শাখা ও অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (ওবিইউ) এর ইনচার্জবৃন্দ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ সহ প্রায় ৩৮০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রাশেদুল আমিন তার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সাউথইস্ট ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট- এ 'Expected Credit Loss (ECL) Based Loan Classification and Provisioning' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

সাউথইস্ট ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট 'Expected Credit Loss (ECL) based Loan Classification and Provisioning' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, এফ সি এ, সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুব আলম সভাপতিত্ব করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ব্যাংকের অন্যান্য উদ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

Southeast Bank PLC.™
a bank with vision

KEY OPERATIONAL & FINANCIAL HIGHLIGHTS AT A GLANCE

BRANCHES	SUB-BRANCHES	AGENT OUTLETS	ATM
137	22	169	547

DEPOSITS
46,669
CRORE
JUNE 30, 2026

DEPOSITORS
1,543,119
JUNE 30, 2026

LOANS
39,417
CRORE
JUNE 30, 2026

BORROWERS
1,11,939
Mar 31, 2026

LDR
81.84%
APR 30, 2026

IMPORT
18,093 CRORE
JUNE 30, 2026

EXPORT
14,764 CRORE
JUNE 30, 2026

REMITTANCE
3,467 CRORE
JUNE 30, 2026

EMPLOYEES
3,343
JUNE 30, 2026

CREDIT CARD
2,64,537
JUNE 30, 2026

FOREIGN CORRESPONDENT
300

CRAR
13.32%
MAR 31, 2026

PAID UP CAPITAL
1,337 CRORE
MAY 31, 2026

OPERATING PROFIT
588 CRORE
JUNE 30, 2026

RETURN ON ASSETS
0.93%
MAR 31, 2026

RETURN ON EQUITY
15.10%
MAR 31, 2026

Southeast Bank

Double Scheme Benefit

Secure your future by investing in risk-free and profitable scheme

- Any amount of money in multiples of 10,000 can be deposited.
- Loan facility will be available against the deposits.

ANYTIME FOR ASSISTANCE
16206
+88 09 6123 16206

SoutheastBankBD
www.southeastbank.com.bd

Southeast Bank PLC.™
a bank with vision

*Conditions Apply

সাউথইস্ট কার লোন
স্বপ্নের গাড়ি
এখন আরও সহজ
৮০ লক্ষ
টাকা পর্যন্ত সাউথইস্ট কার লোন
একটি স্মার্ট সিদ্ধান্তই যথেষ্ট আপনার লাইফস্টাইল বদলাতে
সর্বোচ্চ ৮০ লক্ষ টাকা হাইব্রিড ও ইলেকট্রিক গাড়িতে এবং
৬০ লক্ষ টাকা নন-হাইব্রিড গাড়িতে লোন সুবিধা।
প্রয়োজনে যেকোনো সময়
১৬২০৬
+৮৮ ০৯ ৬১২৩ ১৬২০৬
SoutheastBankBD
www.southeastbank.com.bd
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.
একটি দূরদর্শী ব্যাংক
* শর্ত প্রযোজ্য